০৩-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কচ্ছপের মতন সবকিছু গুটিয়ে চুপ করে বসে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। বাবা, যিনি হলেন সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারিন, ওঁনাকে স্মরণ কর তাহলেই তোমার বিকর্মের বিনাশ হবে"

প্রশ্নঃ- ঈশ্বরীয় কুলের বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি শ্রীমৎ রয়েছে ?

উত্তর :- তোমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ, ওঁনার সম্মুখে বসে আছো তো ওঁনাকে ভালোবেসে স্মরণ করো। ওঁনার শ্রীমতে চলো। ওঁনাকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা থাকবে। কিন্তু মায়া রাবণ দেখে যে আমার খদ্দের চলে যাচ্ছে তখন সে যুদ্ধ করে। বাবা বলেন বাচ্চারা কমজোর হবেনা। আমি তোমায় শক্তি প্রদান করতে বসে আছি।

গীতঃ- (ধীরজ ধর হে মনবা, ধীরজ ধর, তেরে সুখকে ভরে দিন আয়েঙ্গে.....)
ধৈর্য্য ধর রে মন ধৈর্য্য ধর, তোর সুখের দিন আসছে.....

ওমশান্তি। এই কথাটি বাচ্চাদের কে বলেন যে হে বাচ্চারা, কেননা মনুয়া বলা হয় আত্মাকে। আত্মাতেই মন বুদ্ধি আছে। তাই এই নামও রাখা হয়েছে। নাম তো অনেক জিনিসের অনেক রাখা হয়েছে যেমন পরম পিতা পরমাত্মা , বাবা , কেউ আবার ফাদার বলে। তো বাবা হল সবচেয়ে সিম্পল । বাবা বলেন তোমরা কার সন্তান , সেটি স্মরণে আছে ? এখন তোমরা বাচ্চারা বসে আছ , সামনে কে আছেন ? আত্মারা বলবে বাবা বসে আছেন । কতখানি সাধারণ সহজ কথা। বাচ্চারা জানে আমরা আত্মা, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পিতা। মানুষ তো ছোট বড় সবাইকেই বাবা বলে দেয়, আত্মা নিজের বাবাকেই বাবা বলে। মানুষ বলে ও গড ফাদার বলে । এবারে শরীরের পিতাকে গড ফাদার বলা হবেনা। তোমরা জানো আমরা সেই বাবার সামনে বসে আছি , এই হল আত্মাদের কথা শিববাবা বোঝাচ্ছেন আমি কে ! আমি হলাম পরম আত্মা । আমি তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পরম ধাম নিবাসী পিতা, তাই আমাকে পরম আত্মা বলা হয়। একত্রে বলা হয় পরমাত্মা। কতখানি সহজ। কে বসে আছেন এখানে ? শিববাবা , তিনি না থাকলে ব্রহ্মাও থাকতেন না। বাচ্চারা তোমাদের মনে সদা এঁনার (শিববাবার) স্মরণ থাকে। উনিও হলেন আত্মা , কোনো তফাৎ নেই। যেমন আত্মা হল স্টার অর্থাৎ তারার মতন , সেই তারার সাক্ষাৎকার হয়। তেমনই বাবার সাক্ষাতকারও তারা রূপেই হবে। বাকি যেসব কথা বলা হয় তেজময় জ্যোতি , সহ্য করা যায়না। এইসব হল মনের ভাবনা। বাকি তো বাবা যথার্থ করে বোঝান যে তোমরা যেরকম আত্মা তেমনই আমিও হলাম আত্মা। আমাকেও এই দেহে এই আত্মার পাশে ভ্রুকুটিতে এসে বসতে হয়। সুতরাং উনি বসে বোঝান যে আত্মারা তোমাদের মধ্যে ৮৪জন্মের পার্ট ভরা আছে। তাও প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। বলে আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ..... এখন পরম আত্মা শব্দটি স্পষ্ট হয়েছে। ওঁনাকে পরমাত্মা বলে দেওয়াতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি হলেন তো আত্মা কিন্তু সর্বদা পরম ধামে বাস করেন তাই তিনি হলেন পরম আত্মা । ব্রহ্মাকে পরম আত্মা বলা যাবেনা। এরা সবাই হল জীব আত্মা। এদের মধ্যে কেউ হল পাপ আত্মা , কেউ পুণ্য আত্মা। বাবা বলেন আমায় পাপ বা পুণ্য আত্মা বলা হয়না। আমায় পরমাত্মা-ই বলা হয়। আমারও পার্ট আছে। একবার এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করি। স্মরণ করে সবাই যে হে পতিত পাবন এসো। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা হলাম পতিত , রাবণের বংশধর। বলে রামরাজ্য চাই।

রাবণকে জ্বালানো হয় কিন্তু এই কথা জানেনা যে আমরা হলাম রাবণ সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই পতিত তবেই তো ডাকে। কৃষ্ণকে তো ডাকেনা। তাঁকে পরম আত্মা বলেনা। আমাদের সকলের পিতা যিনি পরম ধাম থেকে এসেছেন , ওঁনাকেই পরম আত্মা বলা হয়। ঈশ্বর বা ভগবান বললে দিশেহারা হয়ে যায়। বাবা এই জীব আত্মার দ্বারা বোঝান। তোমাদের বলেন বাচ্চারা অশরীরী ভব। তোমরা আমার সন্তান ছিলে , যখন পাঠানো হয়েছিল। স্বর্গে শরীর ধারণ করে পরিক্রমণ করে এখন তোমরা ৮৪-র চক্র পুরো করেছ। এইসময় সবাই রাবণের সন্তান। রাবণ পতিত করেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ। এখন বাবা এসেছেন। বলেন আমার পার্ট হল অসুরী সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত করা। আমিও ড্রামা অনুসারে নিজের নির্ধারিত সময়ে আসি --কল্পের সঙ্গমযুগে। কলিযুগ হল পতিত পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া, তখন আমি আসি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের স্থাপনা করতে । যখন থাকে না তখনই তো স্থাপন করব । যখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী থাকবে তখন বৈশ্য, শুদ্র বংশী থাকবেনা। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ , দৈবী সন্তান হওয়ার জন্যে। তাই বাবার সঙ্গে যোগ থাকা চাই যাতে বিকর্মের বিনাশ হবে। সদা সুস্থ (এভারহেলদি) , সদা বিত্তবান (এভারওয়েলদি) হওয়ার জন্য স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই পরিশ্রম আছে। এই চার্ট রাখো যে কত সময় বাবাকে স্মরণ কর ? যত স্মরণে থাকবে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে। তবেই বলা হয় যে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী বল্লভের গোপ গোপীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। বল্লভ বলা হয় বাবাকে। পিতার রূপও পুত্রের মতনই হয়। এমনিতেও আত্মাদের পিতাও হলেন আত্মা কিন্তু তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী। যদি ঐ বীজ (সৃষ্টি) চক্রের নীচের দিকে চলে যায় তাহলে বৃক্ষটি উপরে চলে আসবে। যেমন যে কোনো বৃক্ষের বীজ নীচে বৃক্ষটি উপরে থাকে । কিন্তু এ হল উল্টো বৃক্ষ, যার বীজ রূপ পরম আত্মা পরম ধামে বাস করেন। আত্মারা পার্ট প্লে করতে উপর থেকে নীচে আসে। শাখা প্রশাখা বেরোয় , এবারে বাবা বলেন তোমাদের রাবণ কালো বানিয়ে দিয়েছে। এখন তোমাদের ফর্সা হতে হবে। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ দুজনকেই কালো করে দিয়েছে। লক্ষ্মীকে ফর্সা দেখানো হয়, কেন ? কাম চিতায় তো দুজনেই বসেছে। কৃষ্ণের জন্যে বলা হয় তাঁকে তক্ষক সর্প দংশন করেছে, নারায়ণকে তাহলে কে দংশন করেছে ? কিছুই বোঝেনা। এই চিত্র ইত্যাদি সব রাবণ মত অনুসারে তৈরি হয়েছে। এখন বাবা এসেছেন শ্রীমৎ দিয়ে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে। আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। আসলে এঁনারই হল শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু নাম, তিনিই তো জগতের সদগতি করেন। গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি গ্রন্থে এঁনারই গুণ মহিমা লিখিত আছে। সদগুরু সাচ্চা বাদশাহ, সত্য খণ্ডের স্থাপক। বাবার এই সব কন্ঠস্থ ছিল। কিন্তু অর্থ জানতেন না । নিজেকে খুব ধার্মিক প্রকৃতির ভাবতেন। কিন্তু ছিলেন রাবণের বংশধর। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বংশের হয়েছো - তাহলে কতখানি ভালোবাসা দিয়ে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবা তুমি কত মিষ্টি । আমাদের স্বর্গ প্রদান করেন, হেভেনলী গড ফাদারকে যত স্মরণ করবে ততই নেশা বাড়বে। তোমরা এখন কার সামনে বসে আছো ? বাবা বলেন , হে প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের পরম পিতা , তোমরা আত্মা, তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। এখন আমার শ্রীমৎ অনুসারে কেন চলো না। কিন্তু কাম রূপী ভূত মাটিতে ফেলে দেয়। বাবা বলেন কমজোর কেন হয়ে যাও ? শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছো তবুও অসুরী মত অনুসারে কেন চলো ? এই যুদ্ধ তো করতেই হবে। মায়া ভাবে আমার খদ্দের হারাচ্ছে, তাই যুদ্ধ করে। তোমাদেরকে বাবা শক্তি প্রদান করেন। এত পাঠ পড়াচ্ছেন , সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এসব সূক্ষ্ম বতনে শোনাবেন না। দেখানো হয়েছে যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সূক্ষ্ম বতনে নাভি আসবে কোথা থেকে ? বসে বসে কি কি লিখেছে। এখন তোমরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছ সেই জ্ঞান প্রথা পরম্পরায় চলে না , এখানেই

শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যেসব শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয় সেসব পরম্পরা ধরে চলে আসে, এই জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

এখন বাবা বলেন আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো, দেহী-অভিমানী হও , এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে আমার গলার মালা হও। এই হল বুদ্ধির প্রতিযোগিতা, সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেনা অশরীরী ভব , মামেকম স্মরণ কর । পরমাত্মা সবাইকে বলেন কারণ সবাই আমার সন্তান , সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু বাচ্চারাই সামনে শোনে , সম্পূর্ণ দুনিয়া নয়। শিবরাত্রি পালন করে, শিবের মন্দিরও আছে। নিশ্চয়ই এসেছে কিন্তু শিবের এত বিশাল চিত্র নেই। উনি তো হলেন স্টার অর্থাৎ তারার মতন। যদি বলো তাহলে বলবে যে মন্দিরে কি ভুল চিত্র রাখা আছে ? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা আমিও হলাম আত্মা শুধু তোমরা জন্ম মরণে আসো , আমি আসি না, তবেইতো তোমাদের উদ্ধার করতে পারি। আমি হলাম পতিত পাবন তো নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হবে তাইনা। যদি পতিত পাবন বলবেনা তাহলে ভাববে নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। প্রলয় হয় তারপরেই নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। কিন্তু ওনাকে পতিত পাবন বলা হয় , তাই এই প্রমাণ হয় যে এই সৃষ্টি হলে অনাদি , এর প্রলয় হয়না। শুধুমাত্র পতিত হয় , তাকেই পবিত্র করি তাইজন্যে আমি নন্দীগণ বা ভাগ্যশালী রথে বিরাজিত হয়ে উপস্থিত হই -- তোমাদের নর থেকে নারায়ণ করতে। সবাই চায় আমরা সূর্যবংশী হই। কাহিনীও আছে -- এক ভক্ত বলে যে আমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ! নারদ ভক্ত ছিল কিনা । তখন তাকে বলা হয় নিজের চেহারা দেখে নাও , প্রথমে বানর থেকে মন্দির সম হও তাহলেই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে। এখন তুমি মন্দির সম হচ্ছ। এইসব কাহিনী এইসময়ের কথা। এইসব তোমাদের কে বলে দিচ্ছে ? শিববাবা ব্রহ্মা দাদার ভ্রুকুটি যুগলের মধ্যে বসে বোঝাচ্ছেন। যেমন এনার (ব্রহ্মাবাবা) আত্মা ভ্রুকুটিতে বসে আছে তো নিশ্চয়ই ওঁনার (শিববাবার) পাশেই বসে আছেন, তাইনা। এই নলেজফুল বাবা তোমাদের সমস্ত আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন , যাতে তোমাদের স্ব-দর্শন চক্র ঘোরানো সহজ হয়। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে, নাহলে সাজা খেতে হবে। বিজয় মালাতেও আসবেনা। যখন ফ্রী থাকবে কচ্ছপের মতন চুপ করে বসে চক্র ঘোরাও। এখন তোমাদের বাড়ি (পরম ধামে) ফিরতে হবে। এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকো। একেই বলে হয় লোকলজ্জা , পতিত হওয়ার মর্যাদা বা আদবকায়দা গুলি ভেঙ্গে অন্য কাউকে স্মরণ কোরোনা। তুমি মরেছ মরেছে তোমার জগৎ। অশরীরী হয়ে আমার আপন হও তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। সবাইকে মরতে তো হবেই তবে আর কে কার জন্য কাঁদবে। হিরোশিমায় সবাই মরেছিল , কেউ কাঁদবার জন্যে বেঁচে ছিলনা তাই এই কান্না ভরা দুনিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে। এই অপরিষ্কার দুনিয়ায় তো প্রত্যেকের অঙ্গ জীবাণুময় হয়েছে , সেসব স্মরণ করে কি হবে। স্বর্গে এমন শরীর থোড়াই হবে। সেখানে তো সৌরভময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়। বাবা কেমন ভাবে অপরিষ্কার বাসি বস্তুকে গুলগুল অর্থাৎ ফুলে পরিণত করেন, তাই ওনাকে এই পুরানো লং বুটে(ব্রহ্মা বাবার শরীরে) আসতে হয়। বাবা বলেন ঘর পরিবারে থাকো কিন্তু শ্রীমতে চলো। বিকার গ্রস্ত হয়োনা। তোমাদের সামনে শিববাবা বসে আছেন , সেই কথাটি ভুলোনা। আচ্ছা --
গীত -- পৃথিবীকে আকাশ ডাক দেয় ... পৃথিবীর মানুষদের আকাশ বাসী বাবা ডাকছেন। এখন আমার কাছে ফিরতে হবে তাই নষ্ট মোহ হও। আমি তোমাদের স্বর্গের অসীম সুখ প্রদান করবো। বাবা হলেন সর্ব সুখের স্যাকারিন। মামা, কাকা, এরা সবাই তোমাদের দুঃখ দেবে। তোমাদের হল

সম্পূর্ণ আসুরী দুনিয়া রূপী নরক থেকে সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের হয় শুধুমাত্র গৃহ সংসারের সন্ন্যাস। তোমাদের এই নরক রূপী নোংরা দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে।

এই সময় মানুষ একটু ধন পেলেই ভাবে আমরা তো স্বর্গে আছি। কিন্তু এই দুনিয়ায় কেউ যতই বিত্তশালী হোক, দেউলিয়া হলে, বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদি হলে সব শেষ, তখন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে । কিন্তু সেখানে তো দুর্ঘটনা ইত্যাদির ব্যাপারই নেই। কোনো রকম কান্নাকাটি নেই। বাবা বলেন আচ্ছা তোমরা স্বর্গে আছো তো খুশীতে থাকো। আমি এসেছি গরীবদের জন্যে, যারা নরকে আছে। দান ইত্যাদি গরীবদের করা হয়। বিত্তশালী ব্যক্তি কখনো আরেক বিত্তশালী ব্যক্তি কে দান করে নাকি ? আমি তো সবচেয়ে বড় বিত্তশালী, আমি গরীবদের দান করি। এই সময়ের বিত্তবান মানুষতো নিজের ধনের নেশায় নিজের ফ্যাশানের নেশায় মত্ত আছে।

আচ্ছা । বাবা বোঝান , এ হল ইন্দ্র প্রস্থ , এখানে হংস মুক্তো গ্রহণ করবে। বাকি বক পাখিরা কাঁকর পাথর তুলবে তাই বাবা বলেন এখানে হংস (গুণ গ্রাহী) আসা উচিত , বকপাখি (অবগুণ দর্শী) নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমতে চলে , দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার গলার মালা হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হবে।

২) এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট মোহ হতে হবে। কারো ছিঃ ছিঃ শরীরকে স্মরণ করবে না ।

বরদান :- ঈশ্বরীয় সংস্কার গুলি কাজে লাগিয়ে সফল করে সফলতা মূর্তি হও।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কার গুলিকে কাজে লাগায় তাদের ব্যর্থ সঙ্কল্প স্বততই শেষ হয়ে যায়। সফল করা অর্থাৎ সঞ্চয় করে বা বৃদ্ধি করা। এমন নয় যে পুরানো সংস্কার গুলি ব্যবহার করতে থাকবে আর ঈশ্বরীয় সংস্কারগুলি বুদ্ধির লকারে বা সিন্দুকে রেখে দেবে , যেরকম অনেকের স্বভাবে থাকে দামী জিনিষ বা টাকা পয়সা ব্যাংকে অথবা আলমারিতে রেখে দেয় , পুরানো জিনিসের প্রতি মায়া থাকে, সেগুলি ই ব্যবহার করে। এখানে এমন করবেনা , এখানে তো মন দ্বারা, বাণী দ্বারা , শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা নিজের সবকিছু সফল করো তাহলেই সফলতার মূর্তি হয়ে যাবে।

শ্লোগান - "বাবা এবং আমি" এইরূপ ছত্র ছায়া সঙ্গে আছে তো কোনো রকম বাধা বিঘ্ন সামনে আসবে না ।